প্যালিয়েটিভ বিভাগ পেলো নতুন এ্যাম্বুলেন্স

“মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হওয়ায় মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে”

সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মহৎ সেবা কার্যক্রম প্যালিয়েটিভ সেবার সম্প্রসারণে সকলকে এগিয়ে আসতে হবেঃ ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালিয়েটিভ বিভাগ একটি নতুন এ্যাম্বুলেন্স পেয়েছে। এ্যাম্বুলেন্সটি সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার পরিচালিত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে প্যালিয়েটিভ কেয়ার-এর হোম কেয়ার সার্ভিসের জন্য ব্যবহৃত হবে। এ্যাম্বুলেন্সটি দান করেছেন সূফী মিজান ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেব। আজ ৯ ডিসেম্বর ২০১৭, শনিবার সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকের সামনে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদারের কাছে এ্যাম্বুলেন্সটির চাবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হস্তান্তর করেন প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি সৈয়দ সাদেক মোঃ আলী। এসময় মাননীয় পররাষ্ট্র সচিব জনাব শহীদুল হক উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালিয়েটিভ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমদ, রোটারি ক্লাব অব মেট্রোপলিটান ঢাকা-এর জনাব খালিদ হাসান, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুল্লাহ আল হারুন, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. নাজমুল করিম মানিক, উপ-পরিচালক ডা. মোঃ খোরশেদ আলম প্রমুখ। এসময় মাননীয় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার বলেন, প্যালিয়েটিভ সেবা একটি মহৎ ও মানবিক কর্ম। প্যালিয়েটিভ সেবার গুরুত্ব অনুধাবন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যালিয়েটিভ বিভাগ, ওয়ার্ড ও পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা হয়েছে। পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী চিকিৎসকরা শুধু এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, জেলা হাসপাতালসহ সারা বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ার গড়ে তুলে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা প্রদানে সক্ষম হবেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চিকিৎসা, শিক্ষা, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও অবকাঠামোর অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হওয়ায় মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। ফলে বয়স্ক মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। এ বয়স্ক মানুষদের একটি অংশ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত যে ব্যাধি অনিরাময়যোগ্য। এছাড়াও বিভিন্ন বয়সের অনেক রোগী অনিরাময়যোগ্য রোগে আক্রান্ত। এসব রোগীদের জন্য প্যালিয়েটিভ সেবা হলো আশীর্বাদতুল্য ও অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। তবে চাহিদার তুলনায় বাংলাদেশে এ সেবাটি এখনো সীমিত পর্যায়ে রয়ে গেছে। তাই সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মহৎ এ সেবা কার্যক্রমটির আরো সম্প্রসারণে সমাজহিতৈষী, ধর্ণাঢ্য ব্যক্তিবর্গসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ারকে এ্যাম্বুলেন্স দান করায় সূফী মিজান ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেবকে ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

২ ঘণ্টার মধ্যে বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, ভাইভা অনুষ্ঠিত

২০১৭-২০১৮ইং শিক্ষাবর্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্সিং অনুষদের অধীনে পরিচালিত ৪ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন নার্সিং কোর্সের ১ম বর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদারের যথাযথ নির্দেশনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে কোনো ধরণের অভিযোগ, অনিয়ম ছাড়াই অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ৮ ডিসেম্বর ২০১৭, শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হল, লেকচার থিয়েটার, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, এ ব্লক ও নার্সিং অনুষদের ক্লাসরুমসহ ৭টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার মাত্র ২ ঘণ্টার মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করা হয় এবং আজ ৯ ডিসেম্বর ২০১৭, শনিবার উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ভাইভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। শুক্রবার সকালে শহীদ ডা. মিলন হলসহ সকল ভেন্যুতে পরীক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার। এসময় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব মোঃ ইফতেখার আলম, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুল্লাহ আল হারুন, অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ আব্দুল হাকিম, উপ-রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন সিদ্দিক, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার দাস, সহকারী পরিচালক মোঃ মোক্তার হোসেন, সহকারী পরিচালক সুমন দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, মোট ২৫টি আসনের বিপরীতে ১২৭০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।